দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

123

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ঃ একটি পর্যালোচনা

আমাদের জাতীয় জীবনে যে সব সমস্যাগুলোর কারণে গণতন্ত্র নস্যাৎ হতে চলছে, জাতীয় উন্নয়ন বাধা গ্রস্ত হচ্ছে এবং গোটা জাতির জাগ্রত বিবেককে ভাবিয়ে তুলছে তার প্রথম এবং প্রধান কারণ হচ্ছে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস। দেশের প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বার বার তরুণতাজা প্রাণ ছাত্রদের রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে। অসংখ্য মায়ের বুক খালি হচ্ছে। মানুষ গড়ার আঙ্গিনা আজ সন্ত্রাসের হাতে জিম্মি হয়ে আছে।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের কারণে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমেই অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে।

শিক্ষাঙ্গনের এমনি অস্তিতিশীল অবস্থায় আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও রাজনৈতিক দলগুলো একে অন্যকে দোষারোপ করছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় চরদখলের মত অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এ অবস্থার জন্য সব চেয়ে বেশী দায়ী "তথ্য সন্ত্রাস" ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর দেশে যখন গণতান্ত্রিক অবস্থা ফিরে আসলো এই সুবাদে ব্যাংগের ছাতার মত গজিয়ে উঠা এক ধরনের পত্রিকা গোয়েবলসীয় কায়দায় তথ্য সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। কিছু কিছু পত্রিকা একপেশে সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে গোটা জাতিকে দ্বিধা বিভক্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তথ্য সন্ত্রাসের এই অশুভ পরিণতি থেকে গোটা জাতিকে রক্ষা করতে হলে জাতির বিবেকবান লোকদের এগিয়ে আসতে হবে।

যারা তথ্য সন্ত্রাস চালিয়ে নির্দোষকে দোষী সাব্যস্ত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে সেই অপশক্তিকে অবশ্যই চিহ্নিত করতে হবে, আমাদের দেশে বর্তমানে এ ধরনের পত্র-পত্রিকা যে ভাবে গোয়েবলসীয় কায়দায় তথ্য সন্ত্রাস চালাচ্ছে, আমার মনে হয় স্বয়ং গোয়েবলস যদি বেঁচে থাকতো সেও এদেরকে ধিক্কার দিত। এদেশের জাগ্রত বিবেকবানদের কাছে আবেদন আপনারা বিচার করুন— কারা আসল সন্ত্রাসী, কারা সন্ত্রাসকে লালন করছে।

কোন দলের নেতা-কর্মীর মাঝে বেশী সন্ত্রাসী লোকের সমাগম। যে দলের নেতা-কর্মীর অধিকাংশই সমাজের সকল অপকর্মের সাথে জড়িত, যে দলের এমপি সংসদে সন্ত্রাস বিরোধী কথা বলতে গিয়ে তথ্য মন্ত্রীর বাড়ী ঘেরাও করতে বলে, যে দলের এমপি মানুষ খুনের আসামী হয়ে আছে, যে দলের এমপি বা ডিপুটি স্পীকারকে আক্রমণে উদ্যত হয়, যে দলের ছাত্ররা দলীয় কোন্দলে নিজ দলের নেতাকে হত্যা করে, আজ সময় এসেছে এদের চিহ্নিত করে জনগণের সামনে তাদের স্বরূপ উন্মোচন করা। সমাজের এই বিকৃত চরিত্রে লোকদের চেহারা জাতির সামনে উপস্থিত করার দায়িত্ব সকল বিবেকবান লোকদের হাতে ছেড়ে দিলাম। আসুন আমরা সবাই এদের মূলোৎপাটন করে জাতিকে সন্ত্রাসীদের হাত থেকে উদ্ধার করি।

খালেদ সাইফুল্লাহ
চৌপল্লী, লক্ষ্মীপুর।